উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

প্রযুক্তির নাম	:	**তরমুজের ফিউজোরিয়াম জনিত ঢলে পড়া রোগের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা**
প্রযুক্তির ছবি	:	চিত্র: ক-১, ২ সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা প্রয়োগকৃত জমিতে সুস্থ্য তরমুজ গাছ এবং খ-১,২ প্রচলিত ব্যবস্থাপনায় রোগাক্রান্ত তরমুজ গাছ
বিস্তারিত বিবরণ	:	➢ যে জমিতে তরমুজ চাষ করা হয়নি এমন জমি নির্বাচন করতে হবে। ➢ বায়ো-ফিউমিগেশন পদ্ধতিতে মাটি শোধনের জন্য বারি সরিষা -১১ অথবা বারি সরিষা-১৬ এর ২০-২১ দিনের চারা চাষের মাধ্যমে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ➢ জমিতে পানি নিষ্কাশনের জন্য ৭৫ - ১০০ সেঃ মিঃ নালা রাখতে হবে। ➢ জমিতে উঁচু বেড তৈরি করে মালচিং স্টি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ➢ বীজ সরাসরি মাঠে অথবা পলিব্যাগে রোপনের পূর্বে প্রভেক্স ২০০ ডাব্লিউপি দ্বারা বীজ শোধন করে নিতে হবে। ➢ বীজ রোপন বা চারা বপনের ৩-৭ দিন পূর্বে এবং ১৫-২০ দিন পর ডেকোপ্রাইমা (১০০ গ্রাম৩৩ শতাং/শে) অথবা ট্রাইকো-জৈব সার মাদার মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। ➢ চারা রোপনের ২-৩ দিন পর থেকে ৭ দিন অন্তর এমিস্টার টপ ৩২৫ এসসি প্রয়োগ করা গাছের গোড়াসহ মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে।
বৈশিষ্ট্যসমূহ	:	• এই সমন্বিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে তরমুজের ঢলে পড়া রোগ ৮০% এর বেশী দমন করা সম্ভব। • উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে রোগ দমনের পাশাপাশি তরমুজের উৎপাদন ২৫-৩০% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানীর সাথে যোগাযোগ

খোন্দকার মোহাম্মদ আলম

বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ

মোবাইলঃ ০১৬৮৬-৭১১৩৬৯

০১৭২২-২০২১৪৫

ফোনঃ ৫৬১০

ইমেইলঃ alam4813patho@bari.gov.bd

alam06knon@gmail.com